সংবাদ

তারিখ ... 20 MAY 2011 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

মানবসম্পদ উন্নয়নের উদ্যোগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আইসিটি অন এডুকেশন মাস্টার প্লান

রাকিব উদ্দিন

দেশে-বিদেশে চাকরি, জনশক্তি রপ্তানি এবং সর্বোপরি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে 'আইসিটি অন এডুকেশন মাস্টার প্লান'র মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রকল্পের অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের (যেসব সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এসব সুবিধা নেই) এক হাজার ৬০টি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাকে বিনামূল্যে কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টার, প্রিন্টার, আইসিটি ল্যাবসহ আনুষঙ্গিক প্রযুক্তি উপকরণ প্রদান করা হবে। ৩ হাজার শ্রেণী শিক্ষককে দেশে এবং ১ হাজার শিক্ষককে বিদেশে বিনা খরচায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। ইউনেস্কো'র আর্থিক সহযোগিতায় প্রাথমিকভাবে চলতি বছরের জুলাই থেকে ২০১৫ সালের জুন নাগাদ পাঁচ বছর মেয়াদি এই প্রকল্প চালু হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। 'আইসিটি অন এডুকেশন মাস্টার প্লান' সম্পর্কে শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, দেশে আইসিটি'র ব্যবহার হচ্ছে বিচ্ছিন্নভাবে। সামগ্রিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এর প্রচলন ঘটাতেই আমরা ইউনেস্কোর সহযোগিতায় এই প্রকল্প গ্রহণ করেছি।

সরকার এডুকেশন : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৬

এডুকেশন : মাস্টার প্লান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্কুল-কলেজের শ্রেণীকক্ষে কম্পিউটারের ব্যবহার বাড়ানো, শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে অধিকতর উদ্বুদ্ধ করতে এবং দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যেই এই প্রকল্প গ্রহণ করেছে বলেও তিনি জানান।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, আইসিটি (ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি) প্রকল্প বাস্তবায়নে ইতোমধ্যেই মাউশি থেকে একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা (ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোফাইল) প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে প্রদান করা হয়েছে। দেশব্যাপী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার মূল পাঠ্যসূচির পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাক্রম কারিকুলাম প্রণয়ন, কারিকুলাম বিস্তরণ এবং যুগোপযোগী করা হবে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তির ওপর বিষয়ভিত্তিক সিডি, ইন্টারনেট সংযোগ সুবিধাসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুবিধা বিনামূল্যে প্রদান করা হবে।

প্রদত্ত তথ্য মতে, তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়নে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং আইসিটি অন এডুকেশন মাস্টার প্লান বাস্তবায়নে শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত মাসের ২৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এসএম গোলাম ফারুককে সভাপতি এবং বিশিষ্ট তথ্যপ্রযুক্তিবিদ অধ্যাপক ড. জাফর ইকবালকে সদস্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, ব্যানবেইস প্রতিনিধি, কম্পিউটার সমিতির প্রতিনিধিসহ ১৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ওই কমিটির সভা আহ্বান করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, প্রস্তাবিত ডিপিপি'তে বলা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে ১ হাজার ৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিটি স্কুলকে ৬টি কম্পিউটার, ১টি প্রিন্টার, আইসিটি ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, একজন শিক্ষককে দেশে এবং একজন শিক্ষককে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। নির্ধারিত কলেজগুলোর প্রত্যেকটিকে ১টি কম্পিউটার, ১টি প্রিন্টার, আইসিটি ল্যাব এবং মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান করা হবে।